২৭

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 23 JUL 1987 ...
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...৪.....

বোর্ড চত্বরজুড়ে বিক্ষোভ, ঘেরাও অবরোধ

বছরের শুরুতে শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্যবই পৌঁছানো অনিশ্চিত

অরূপ দত্ত ॥ আগামী বছরের শুরুতে স্কুল ছাত্রছাত্রীদের কাছে তাদের পাঠ্যপুস্তক পৌঁছানোর বিষয়টি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। বই ছাপাবার দরপত্র বিকেন্দ্রীকরণ করার বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ লংঘন, নির্ধারিত সময়ের প্রায় দেড় মাস পর দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রদান, 'প্রিন্টিং সিজনে' টেক্সট বুক বোর্ডে গণবদলি ও পদোন্নতিকে ঘিরে বঞ্চিতদের অসন্তোষ এবং সর্বোপরি পাঠ্যপুস্তক বাঁধাই ক্ষেত্রে তালিকাভুক্ত বাঁধাইকারীদের বঞ্চিত করার বিষয় নিয়ে বোর্ড ভবন চত্বরে লাগাতার বিক্ষোভ এই আশংকাকে স্পষ্টতর করে তুলেছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ডের একাধিক সূত্র এই আশংকার সাথে একমত হয়ে বলেছে, দরপত্র পর্যায় শেষ হতেই আরো অন্তত দু'মাস সময় লাগবে, যা অতীতে কখনো ঘটেনি।

পাঠ্যপুস্তক বাঁধাই ব্যবসায়ী সমিতি গতকালও টেক্সট বুক বোর্ড ভবন ঘেরাও করেছিল। ঘেরাওয়ের মুখে গতকাল বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ অনেক কর্মকর্তা অফিসে ঢুকতে পারেননি। সমিতির প্রায় ৪শ' লোক মতিঝিল প্রধান সড়কে অবস্থান নিয়ে যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দিয়েছিল। তারা বলেছে, তাদের বঞ্চিত করে পাঠ্যপুস্তক বাঁধাই প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা হলে তারা পুরো প্রকাশনা শিল্পকে অচল করে দেবে। আজ দরপত্র জমা দেবার শেষদিনে একটি কাগজও তারা টেন্ডার বাক্সে ফেলতে দেবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে। তারা বলেছে, ছাপাখানার মালিকদের সন্তুষ্ট করার জন্যে বোর্ড তাদেরকে বাঁধাই কাজ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করার পাঁয়তারা নিয়েছে; যা সফল হতে দেয়া হবে না।

বোর্ড কর্তৃপক্ষ বলেছে, ছাপাখানার হাতে পাঠ্যপুস্তক বাঁধাইয়ের পুরো দায়িত্ব প্রদান করা হলে প্রায় ২০ লাখ টাকার সাশ্রয় হবে। কারণ ছাপাখানা প্রতি হাজার ফর্মা বাঁধাই করে গ্রহণ করে ৫০ টাকা। কিন্তু তালিকাভুক্ত বাঁধাইকারীদের দিয়ে বাঁধাই করালে প্রতি হাজার ফর্মায় খরচ পড়ে ৫৩ টাকা। তাদের দিয়ে এবছর প্রাথমিক স্তরে ৫টি শ্রেণীতে ৩৩টি বইয়ের সাড়ে ৪ কোটি কপি বাঁধাই করাতে ২০ লাখ টাকা বেশি লাগবে।

বোর্ডের বিভিন্ন সূত্র জানায়, প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের দরপত্র নির্দেশিকা গত ১৫ই মে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন লাভ করে। কিন্তু বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয় অনুমোদনের দেড় মাস পর গত ৩০শে জুন।

সূত্রগুলো দাবি করেছে, পুস্তক বাঁধাইকারীদের যে আন্দোলন তা জমাট বেঁধেছে মূলত গত ৩/৪ দিন ধরে। এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বোর্ড কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতা এবং গাফিলতির কারণেই। কারণ দরপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ছিল গত ১৬ই জুলাই—যখন বাঁধাইকারীরা আন্দোলনে নামেনি। **বই ঃ পৃঃ ১১ কঃ ২**

বই ঃ পৌঁছানো অনিশ্চিত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সূত্র মতে, প্রধান বিরোধীদলের একজন প্রভাবশালী নেতার কারণে এই তারিখকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আজ ২৩শে জুলাই পর্যন্ত।

সূত্র জানায়, দরপত্র গ্রহণ ও বিতরণ ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃপক্ষ রক্ষা না করে কৌশলে তা চাপা দেয় এবং এ ব্যবস্থাকে ঢাকাকেন্দ্রিক করেই রাখে। বিকেন্দ্রীকরণ করা হলে আজ পুস্তক প্রকাশে যে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে তা এড়ানো যেত।

সূত্র জানায়, গত বছরের ২৮শে মে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে টেক্সট বুক বোর্ডকে এক চিঠির মাধ্যমে নির্দেশ প্রদান করা হয় প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক ছাপাবার বিষয়ে বিভাগীয় পর্যায়ে দরপত্র গ্রহণ ও বিতরণের; কিন্তু বোর্ড কর্তৃপক্ষ মন্ত্রণালয়ের এই নির্দেশ চাপা দিয়ে এই ব্যবস্থাকে ঢাকাকেন্দ্রিক করেই রাখে।

সূত্র জানায়, বর্তমান 'প্রিন্টিং সিজনে' টেক্সট বুক বোর্ডে গণবদলি ও গণপদোন্নতি প্রক্রিয়া চালানো হয়েছে। এতে করে যারা সুবিধাজনক স্থানে বদলি হতে পারেননি এবং যারা পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন তাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আবদুস সামাদ নামের একজন কর্মকর্তা হাইকোর্টে মামলাও করেছেন।

সূত্র দাবি করেছে, বোর্ডের গাফিলতির কারণে শুধুমাত্র দরপত্র পর্যায় শেষ হতেই আরো ২ মাস গড়াবে। দরপত্র বিজ্ঞপ্তির পর প্রায় ৬শ' নির্দেশিকা বিক্রি হয়েছে। আজ দরপত্র গ্রহণ শেষ হলে টেন্ডার কমিটির সভা হবে। সভার পর দরপত্র অনুমোদনের জন্যে প্রাথমিক গণশিক্ষা বিভাগে পাঠানো হবে। অনুমোদনের পর দরপত্র জমা-দানকারী 'প্রিন্টারদের' কারখানা পরিদর্শন কাজ চলবে। সবমিলিয়ে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এ কাজই চলবে। যা গত বছরের তুলনায় এই পর্যায়কে ২ মাস পিছিয়ে দেবে।

সূত্র জানায়, বোর্ডের প্রশ্রয়েই মূলত বাঁধাইকারীরা বোর্ড ভবন ঘেরাও চালিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসনকে ঠিকমত কাজে লাগানো হচ্ছে না। সূত্র দাবি করে, বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা এবং বর্তমান সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্যে এই প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে।

পাঠ্যপুস্তক বাঁধাই ব্যবসায়ী সমিতি এই প্রতিবেদককে জানায়, যদি টেক্সট বুক বোর্ড তাদের দাবি মেনে না নেয় তাহলে আজ দরপত্র জমা দেবার দিনে একটি দরপত্রও বাক্সে ফেলতে দেয়া হবে না। যেকোন প্রকারেই তা সমিতি প্রতিহত করবে। পুলিশ যদি তাদের উপর হামলা চালায় তারা অন্য সমস্ত বইয়ের বাঁধাই কাজ বন্ধ করে দিয়ে দেশের প্রকাশনা শিল্পকে অচল করে দেবে।